দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ APR 27 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

170

পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রেক্ষাপট চরম বৈষম্যের শিকার বেসরকারী শিক্ষকগণ

মোঃ নূরুল ইসলাম (কায়েস)

পার্বত্য চট্টগ্রাম। বান্দরবান, রাঙ্গামাটি এবং খাগড়াছড়ি জেলার এক বৃহৎ সমন্বিত জেলা। বাংলাদেশের মূল ভূ-ভাগের এক-দশমাংশ। তা আর নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। ভাগ্যবঞ্চিত এ বৃহত্তর পার্বত্য জেলাগুলোর আপামর জনসাধারণ নানা দিক দিয়ে বঞ্চনা-লাঞ্ছনা ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন প্রতিনিয়ত। তার মধ্যে পার্বত্যাঞ্চলে কর্মরত প্রায় ২ শতাধিক বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা এবং কলেজের ২ সহস্রাধিক শিক্ষক-কর্মচারী আজ তাদের ন্যায্য পাওনা পাহাড়ী ভাতার প্রাপ্য অংশ হতে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত। দীর্ঘদিন থেকে সরকার বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাকে দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চল বিবেচনা করে এ অঞ্চলের সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তাদের মূল বেতনের ৩০% অনূর্ধ্ব ৭৫০/= (সাতশত পঞ্চাশ) টাকা হারে পাহাড়ী ভাতা প্রদান করে আসছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকে হলেও সত্য যে, বেসরকারী অর্থাৎ সরকারী মঞ্জুরিপ্রাপ্ত মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীগণ অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে টাইম স্কেলসহ প্রযোজ্য সরকারী বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে সরকার হতে মূল বেতনের ৮০% বেতন ও যৎসামান্য ভাতা প্রাপ্য হলেও একই পারিপার্শ্বিক অবস্থায় অবস্থান করে শিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করলেও এই সুযোগ হতে বঞ্চিত।

দীর্ঘদিনের এই অবহেলা ও চরম বঞ্চনা এবং বৈষম্যের অবসানের জন্য পার্বত্য অঞ্চলের শিক্ষকবৃন্দ লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। যৎসামান্য পাহাড়ী ভাতার দাবী আদায়ের অন্যতম শিক্ষক নেতা ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি পার্বত্যাঞ্চলের যুগ্ম আহবায়ক জনাব আবু জাফরের সাথে এ ব্যাপারে কথা হয়। তিনি জানালেন, "এই দাবী দীর্ঘ দিনের"। সরকার সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারী এবং আধাসরকারী ও এনজিও সংস্থাগুলো এই পাহাড়ী ভাতা প্রদান করে যাচ্ছেন। অথচ আমরা বেসরকারী শিক্ষক বলে এই ন্যায্য দাবী আদায় হতে বঞ্চিত হতে পারি না। তাই আমরা আমাদের এই ন্যায্য দাবী আদায়ে নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি। দাবী আদায়ের অগ্রগতি প্রসঙ্গে জনাব আবু জাফর জানালেন, ১৯৮৩ সালে এরশাদ সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা ড. আবদুল মজিদ খান বান্দরবান আসলে স্থানীয় টাউন হলের এক সুধী সমাবেশে পাহাড়ী ভাতার যৌক্তিকতা তুলে ধরে একটি স্মারকলিপি প্রদান করি। তারপর সাঙ্গু-মাতামুহুরী নদী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে যায়। দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়। সরকার যায় সরকার আসে। কিন্তু পাহাড়ী ভাতার দাবী পূরণের কোন সম্ভাবনা দেখা না দিলে এই আন্দোলন সমগ্র পার্বত্যাঞ্চলে জোরদার হতে থাকে। আলাপচারিতায় জনাব আবু জাফর আরও জানালেন, ১৯৮৩ সাল থেকে এ যাবৎ যতগুলো সরকার অতিবাহিত হয়েছে, সকল সরকারের আমলে সময় সুযোগমত আবেদন-নিবেদন পেশা করা হয়। অনেকে আশ্বাসের সান্ত্বনা বাণী শুনিয়েছেন। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য এই ন্যায্য দাবীর প্রতি অতীতের সরকারগুলো তেমন কোন ভ্রূক্ষেপ করেনি।

এক প্রশ্নের জবাবে জনাব আবু জাফর বলেন, বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এই পার্বত্য ভাতা আদায়ে সামান্য যোগাযোগের অগ্রগতি হয়েছে। তাঁর মতে, ১৯৯৭ সালের জুন মাসে আমরা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে আবারও স্মারকলিপি প্রেরণ করি। ইহার প্রাপ্তি স্বীকারপত্র আমাদের হাতে আছে। ১লা আগষ্ট ৯৭ হতে কর্মবিরতির মাধ্যমে ১০ই আগষ্ট জেলাভিত্তিক মহা সমাবেশ করেছি। ১৭ আগষ্ট ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সম্মুখে অবস্থান ধর্মঘট করি। ২১ আগষ্ট ৯৭ তারিখে শিক্ষামন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেছি এবং মন্ত্রী মহোদয়ের আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি পেয়ে ২৪ আগষ্ট আমরা কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরে যাই। এর পরও পাহাড়ী ভাতা আন্দোলনের দাবী চলছে। পার্বত্যাঞ্চলের শিক্ষক সমন্বয় পরিষদের গণআন্দোলন এবং জোরালো ভূমিকার মাধ্যমে ৩ পার্বত্য জেলার জেলা পরিষদ (পূর্বের স্থানীয় সরকার পরিষদ) চেয়ারম্যানগণ ৪ সাংসদের জোরালো সুপারিশ সংক্রান্ত আবেদন সরকার বরাবর পেশ করা হয়। তাছাড়া পাহাড়ী ভাতার সপক্ষে সাংসদবৃন্দরা একাধিকবার জাতীয় সংসদ চলাকালীন পাহাড়ী ভাতার ন্যায্য দাবীর প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ দাবীর প্রতি সহানুভূতি ও একমত প্রকাশের জন্য গত ৯৭ সালের ৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবসে স্থানীয় সাংসদ বীর বাহাদুরকে শিক্ষকবৃন্দের পক্ষ হতে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পাশাপাশি গত ৩রা জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বান্দরবানে সফরে আসলে শিক্ষকবৃন্দের পক্ষ হতে পুনরায় স্মারকলিপির মাধ্যমে দাবী পূরণের জন্য শিক্ষকবৃন্দ তাঁর কৃপাদৃষ্টি কামনা করেন।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর এই ন্যায্য দাবীটি পূরণের ব্যাপারে অত্যন্ত আন্তরিকতা আছে বলেই তিনি দাবীটি পূরণের জন্য ১৯৯৭ সালে আমাদের স্মারকলিপি পাওয়ার পরপরই তিনি এই বিষয়ে তদন্ত/পরীক্ষা পূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় অমলাতান্ত্রিক জটিলতা আর লাল ফিতার দৌরাত্ম্যের কারণে আজ পর্যন্ত এর কোন সুরাহা হয়নি।

দীর্ঘ পৌনে দুইটি বছর চলে গেল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশের কোন সুরাহা হল না। ঢাকার এসি রুমে বসে যারা দেশ পরিচালনার কলকাঠি নাড়েন, নীতি নির্ধারণ করেন তাদের হয়তো মনে পড়বে না এই দূর মফস্বলের তথা পার্বত্যাঞ্চলের কথা। যেখানে কত দুর্গম পার্বত্য পথ পাড়ি দিয়ে সামান্য সরকারী মঞ্জুরি নিয়ে এ এলাকার পিছিয়ে পড়া পাহাড়ী আদিবাসী এবং বাঙ্গালী ছেলে মেয়েদের শিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে শিক্ষকরা তাদের শিক্ষকতা করে যাচ্ছেন- যা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। বাংলাদেশের সিরিয়াস ম্যালেরিয়া জোন এই পার্বত্যাঞ্চলে একজন লোকের এই প্রাণঘাতী ম্যালেরিয়া হলে হাজার হাজার টাকা চিকিৎসার পেছনে ব্যয় করতে হয়। সেখানে হতদরিদ্র একজন স্কুল শিক্ষকের পক্ষে কিই বা করার থাকে তা সচেতন দেশবাসীর কাছে আজ পার্বত্যাঞ্চলে কর্মরত কয়েক হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর একান্তই জিজ্ঞাসা।

সরকার শিক্ষাকে জাতীয় সর্বোচ্চ মানদন্ড হিসাবে আখ্যায়িত করে থাকেন। শিক্ষার মনোন্নয়নের জন্য সরকার প্রতি বছর জাতীয় বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান করে থাকেন (১৯৯৭-৯৮অর্থ বছরে ৪৫৯৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল) নতুন নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিচ্ছেন। কিন্তু যৎসামান্য এই দু'সহস্রাধিক শিক্ষক-কর্মচারীর সর্বোচ্চ ৭৫০%= (সাতশত পঞ্চাশ) টাকা তথা মূল বেতনের ৩০% পাহাড়ী ভাতা প্রদান করলে কত কোটি টাকাই বা আসবে তা সরকার অদ্যাবধি নির্ণয় করতে পারেননি। এমনিতে বেসরকারী শিক্ষকবৃন্দ নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তার মধ্যে পার্বত্যাঞ্চলে কর্মরত বেসরকারী শিক্ষকবৃন্দ এই যৎসামান্য পাহাড়ী ভাতা হতে বঞ্চিত হয়ে অনেকেই মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন।

এখানকার সরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা আমাদের সমান দায়িত্ব পালন করে পাহাড়ী ভাতাসহ অন্যান্য সকল সরকারী সুযোগ সুবিধাদি ভোগ করে যাচ্ছেন আর মনে হয় আমরা বেসরকারী শিক্ষক বলে এ সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছি। পার্বত্য বান্দরবান জেলার শিক্ষক সমাজের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মাধ্যমে ইতোমধ্যে জেলা সমাবেশ করা হয়েছে। সমাবেশেও ৩০% পাহাড়ী ভাতার দাবী পূরণের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানানো হয়েছে। সমাবেশ শেষে দাবীর প্রতি যৌক্তিকতা তুলে ধরে আমরা পুনর্বার জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবরে স্মারকলিপি পাঠিয়েছি।

"দেশের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে সরকার আজ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন এবং বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে রয়েছে। সেখানে আমরা আপাতঃ অন্য কোন কর্মসূচী দিয়ে সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলতে চাই না। আলোচনার টেবিলেই যেহেতু সকল সমস্যার সমাধানের একমাত্র মাধ্যম তাই আমরা আমাদের এই ন্যায্য দাবী ও আলাপ-আলোচনা এবং পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমেই করতে চাই। তাই বলে সরকার যদি আমাদের এই উদারতা, ধৈর্য্য এবং শিক্ষকসুলভ আচরণকে যদি দুর্বলতা ভেবে আমাদের এই সামান্য দাবীকে উপেক্ষা করে তাহলে সরকার ভুল করবে। আমরা তাই যত সহজে ও কম সময়ের মধ্যে আমাদের দাবীটি পূরণের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছি।"

উল্লেখ্য, বর্তমান সরকার প্রধান জননেত্রী শেখ হাসিনা তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী থাকাকালে ১৯৯৪ সালের ঐতিহাসিক শিক্ষক আন্দোলন চলাকালে ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাব সম্মুখস্থ চত্বরে লাখো শিক্ষকদের অবস্থান ও গণঅনশন চলাকালে ভবিষ্যতে তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে পর্যায়ক্রমে শিক্ষা জাতীয়করণ ও বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের ন্যায্য দাবী পূরণ এবং বেতন স্কেল পরিবর্তনের সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিবর্তন করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। বর্তমান নতুন বেতন স্কেলে বেসরকারী মঞ্জুরিকৃত শিক্ষকদের তাতে অন্তর্ভুক্ত করে বর্তমান সরকার প্রধান তাঁর কথা রেখেছেন। এরই নিরিখে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী পার্বত্যাঞ্চলে কর্মরত ২ সহস্রাধিক বেসরকারী শিক্ষক কর্মচারীদের একমাত্র প্রাণের দাবী ৩০% পাহাড়ী ভাতার দাবীকে অচিরেই পূরণ করে শিক্ষকদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করবেন না। ইহা পার্বত্যাঞ্চলবাসী বর্তমান সরকার প্রধান বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার কাছে আকুলভাবে প্রত্যাশা করেন। কেননা পার্বত্যাঞ্চলে শান্তিচুক্তি করে বর্তমান সরকার বহিঃবিশ্বের কাছে অত্যন্ত দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে। যদিও পাহাড়ী ভাতার দাবীটি নিতান্তই পার্বত্যাঞ্চলের ৩টি জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য প্রতিবছর শত শত কোটি টাকা ব্যয় করে যাচ্ছেন। সেখানে শিক্ষকদের এই সামান্য দাবীটি আসলে বেশী কিছু নয়। পার্বত্যাঞ্চলের সমস্যাদি সমাধানের জন্য সরকার পার্বত্য মন্ত্রণালয় করেছেন। তাই পার্বত্যাঞ্চলের এই সামান্য ৩০% পাহাড়ী ভাতার দাবী পূরণের জন্য পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারকদের সুদৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষকদের এই সামান্য দাবী অতি সত্বর পূরণ করবেন ইহাই পার্বত্যাঞ্চলের সচেতন মহল সরকারের কাছে আশা করেন। ❑

ঢাকার এসি রুমে বসে যারা দেশ পরিচালনার কলকাঠি নাড়েন, নীতি নির্ধারণ করেন তাদের হয়তো মনে পড়বে না এই দূর মফস্বলের তথা পার্বত্যাঞ্চলের কথা। যেখানে কত দুর্গম পার্বত্য পথ পাড়ি দিয়ে সামান্য সরকারী মঞ্জুরি নিয়ে এ এলাকার পিছিয়ে পড়া পাহাড়ী আদিবাসী এবং বাঙ্গালী ছেলে মেয়েদের শিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে শিক্ষকরা তাদের শিক্ষকতা করে যাচ্ছেন- যা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। বাংলাদেশের সিরিয়াস ম্যালেরিয়া জোন এই পার্বত্যাঞ্চলে একজন লোকের এই প্রাণঘাতী ম্যালেরিয়া হলে হাজার হাজার টাকা চিকিৎসার পেছনে ব্যয় করতে হয়। সেখানে হতদরিদ্র একজন স্কুল শিক্ষকের পক্ষে কিই বা করার থাকে তা সচেতন দেশবাসীর কাছে আজ পার্বত্যাঞ্চলে কর্মরত কয়েক হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর একান্তই জিজ্ঞাসা।